দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৪৮৩৭১৩৮৯৪৩

60

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বদলী

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণের পর তারা নিজেদের ইচ্ছামত কিংবা সরাসরি অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলী হতে পারেন না। একজন শিক্ষককে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে চাকুরী ত্যাগ করে নতুন করে চাকুরী নিয়ে তবে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রথমতঃ তিনি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করেন তাকে একঘেয়েমি জীবন যাপন করতে হয়। তিনি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে চাইলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাকে সহজে অনুমতিপত্র দেয়া হয় না। ফলে তার মন-মানসিকতার যথেষ্ট অবক্ষয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেশের সকল বেসরকারী বিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতি, শিক্ষা উপকরণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এক রকম নয়। ফলে, শিক্ষকগণের সৃজনশীল প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটছে। তৃতীয়তঃ সরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মাধ্যমে একজন শিক্ষকের পেছনে অনেক টাকা খরচ করেন। অথচ, বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড সেদিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক নিয়োগ করে বসেন। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি প্রায় ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞতা, ব্যর্থতা ও স্থানীয় দলাদলির কারণে স্থানীয় শিক্ষকগণের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

সর্বোপরি প্রধান শিক্ষক যদি স্থানীয় হন তবে তাকে স্বৈরাচারী প্রধান ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আরোও অনেক কারণ আছে যা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ অবহিত। অতএব এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বদলীর বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

—মোঃ রবিউল আলম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ

দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গন কলামে সম্প্রতি প্রকাশিত আহমেদ সেলিম রেজার "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ" শীর্ষক সময়োপযোগী লেখাটুকু মনযোগ সহকারে পড়লাম। এতে সত্যিকারভাবেই যুগযুগ ধরে অবহেলিত মাদ্রাসা ছাত্রদের মনের কথাকেই দৃঢ় কণ্ঠে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেহেতু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, তাই যে কোন কঠিন বিষয়কে আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজে আয়ত্ব করতে পারি। তদুপরি মাদ্রাসাগুলোতে উপযুক্ত বাংলা শিক্ষকের অভাবে ছাত্ররা বাংলায় দুর্বল হয়। উপযুক্ত চর্চা পেলে মাদ্রাসার ছাত্ররাও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ পাবে।

তাছাড়া বর্তমান সরকার সর্বত্র বাংলা চালুর নির্দেশ দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এমনি মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রতি অনীহা প্রকাশ করা আদৌ ঠিক নয়।

কাজেই অবহেলিত মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে অচিরেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবেশ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য বাংলা বিভাগ চালু করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা করি।

—মুজাহিদুল ইসলাম